70

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

কুমিল্লা বোর্ডের ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের ঘটনা ।। জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি

কুমিল্লা, ২৬শে ফেব্রুয়ারি (জেলা বার্তা পরিবেশক)।- কুমিল্লা বোর্ডের ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের ঘটনা ধরা পড়লেও এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বোর্ডের একজন কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলেও সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে বিলম্ব ফিসহ রেজিস্ট্রেশন ফরম ও বিবরণী বোর্ডে পৌঁছানোর শেষ তারিখ ছিল ১৯৯৫ সালের ১২ই জানুয়ারি। কিন্তু ৭৩টি কলেজের ৪৬৩ জন ছাত্রছাত্রীর রেজি-স্ট্রেশন ফরম ও ফিসের টাকার ড্রাফট কলেজ পরিদর্শক গ্রহণ করেন '৯৫ সালের ২৮শে জানুয়ারি থেকে ২৬শে জুন পর্যন্ত। এগুলো সংশ্লিষ্ট সেকশন থেকে হিসাব (জমা) শাখায় পাঠানো হয় ৩০ ও ৩১শে অক্টোবর। এছাড়া ৫টি কলেজের ২শ' ৩ জন ছাত্রের ফরম ও রেজিস্ট্রেশন সাড়ে ৯ মাস পর হিসাব (জমা) শাখায় প্রেরণ করা হয়। নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত তারিখের পর ফি ও রেজিস্ট্রেশন ফরম পাওয়া গেলেও এসব ফি ও ফরমের বৈধতার কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করেই গ্রহণ করা হয়। নিয়মানুযায়ী এই ক্ষেত্রে বোর্ড চেয়ার-ম্যানের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন অনুমতি না নিয়ে এগুলো বৈধ হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়।

এছাড়া ১১টি কলেজ রেজিস্ট্রেশন ফিসের চেয়ে কমসংখ্যক ফরম জমা দেয়। এই কলেজগুলোর মধ্যে সলিমগঞ্জ কলেজের ৬০টি এবং কক্সবাজার সিটি কলেজের ৭টি রেজিস্ট্রেশন ফরম পরে সংযোজন করা হয়। এছাড়া মূল নম্বর-ফর্দের ভিত্তিতে ভর্তির নিয়ম থাকলেও কক্সবাজার সিটি কলেজের ৬ জনকে নম্বরফর্দ ছাড়াই ভর্তি করা হয়।